মেহেরপুর শহরে হেরোইনসহ মাদক কারবারী আটক

মেহেরপুর শহরে মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাদক বিরোধী অভিযান ১৫ পুরিয়া হেরোইনসহ শাহিন আলী নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে।

আটক শাহিন আলী মেহেরপুর শহরের চক্র পাড়া আবুল কাশেমের ছেলে। শনিবার (১৫ অক্টোবর) বিকালের দিকে মেহেরপুর বাস টার্মিনাল থেকে শাহিন আলীকে আটক করা হয়।

মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি টিম তাকে আটক করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, হেরোইন উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ (সংশোধনী/২০২০) সনের ৩৬(১)সারণির ৮ (ক) ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আটক শাহিন আলী কে আদলেতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় আন্তঃজেলা প্রতারক চক্রের দুই সদস্য আটক

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদের দিক নির্দেশনায় আন্তঃজেলা প্রতারক চক্রের দুই সক্রিয় সদস্যকে আটক করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ।

আজ সকাল ১০ টার দিকে উপজেলার কাঠালতলা বাজার নামক স্থান থেকে তাদের ২ জনকে আটক করা হয়।

জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলার রামনগর গ্রামের রেজাউল হকের ছেলে আলিফ ওরফে আলীহিম (৩৭), এবং একই গ্রামের মজনুর ছেলে পিন্টু (৩৫) চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন স্হান সহ পার্শ্ববর্তী মেহেরপুর, কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন এলাকার বাজার ঘাটে সহজ সরল দোকানদারকে টার্গেট করে নিজেদের ছাপানো ভূয়া মেমো দেখিয়ে কোম্পানির বিভিন্ন চমকপ্রদ অফার এর লোভ দেখিয়ে প্রতারনার মাধ্যমে নগদ অর্থ হাতিয়ে নিয়ে পরবর্তীতে অর্ডারকৃত মালামাল সরবরাহ করার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে সটকে পড়ে বলে প্রাথমিক ভাবে জানা যায়। প্রতারকদের তৈরীকৃত কয়েকটি ভূয়া মেমো বইয়ের পাতা উদ্ধার করে পুলিশ।

আরো জানা যায় উপজেলার বিভিন্ন দোকানে যখন প্রতারণার ফাঁদ পেতে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারক চক্র হাতিয়ে নেয় তখন দিশেহারা হয়ে প্রতারণার শিকার ব্যক্তিবর্গ দামুড়হুদা মডেল থানায় বিষয়টি জানাই। এবং শুধুমাত্র একটি মোবাইল নম্বরের সূত্রপাত ধরে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশের চিরুনি অভিযান শুরু হয়। পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে সোর্স লাগিয়ে সর্বশেষ অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মোবাইল ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে প্রতারক চক্রের ২ সদস্যকে আটক করতে সক্ষম হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই তৌহিদুজ্জামান শেখ, এএসআই দিরাজ, এএসআই আলমঙ্গীর সহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে তাদেরকে হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর কাঠালতলা বাজার নামক স্থান থেকে গ্রেফতার করেন। এ বিষয়ে জানাজানি হলে জয়রামপুর কাঠালতলা বাজার এর স্থানীয় দোকানদাররা দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশকে ধন্যবাদ জানান।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, প্রতারণার কারণে দুজন গ্রেপ্তার হয়েছে। আলিফ এর নামে চুরি, ধর্ষন, দস্যুতাসহ বিভিন্ন ধরনের ০৫ টি মামলা রয়েছে। এবং পিন্টুর নামে দস্যুতা, নারী নির্যাতনসহ বেশ কয়েকটি মামলা রয়েছে। তাদেরকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে সেই এনজিওর নামে আদালতের স্বপ্রণোদিত মামলা

“অর্ধ কোটি টাকা নিয়ে উধাও সোনালী ফাউণ্ডেশন” শিরোনামে গত ৫ অক্টোবর মেহেরপুর প্রতিদিনসহ বিভিন্ন পত্রিকার প্রকাশিত সংবাদ আমলে নিয়ে সেই এনজিও বিরুদ্ধে স্বপ্রণোদিত মামলা করেছেন আদালত।

গত মঙ্গলবার (১১ অক্টোবর) মেহেরপুর সদর আমলি আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এসএম শরিয়ত উল্লাহ্ এ মামলা দায়ের করেন। একই সাথে কোনোরূপ ব্যর্থতা ছাড়া আগামী ১০ নভেম্বরের মধ্যে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (স্বয়ং) কে নির্দেশ প্রদান করেন।

আদেশে আদালত বলেন, পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি সঠিক হয়ে থাকলে তা সাধারণ মানুষের সাথে প্রতারণা এবং অর্থ আত্মসাৎ যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে আদালত আদেশে উল্লেখ করেন। প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নাকের ডগায় শহরের ঠিক প্রাণকেন্দ্রে এভাবে ব্যবসার নামে প্রতারণা করে মানুষের টাকা হাতিয়ে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় বলেও আদালত মন্তব্য করেন। এর সাথে জড়িতদের শাস্তির আওতায় আনয়নের নিমিত্ত মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (স্বয়ং)-কে পাঁচ দফা নির্দেশনাসহ আগামী ১০ নভেম্বর এর মধ্যে বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর শহরের যাদবপুর সড়কে একটি ভবন ভাড়া নিয়ে সোনালী ফাউণ্ডেশন নামের একটি এনজিও প্রতিষ্ঠান ঋণ দেওয়ার নাম করে গ্রাহকদের কাছে থেকে অর্ধকোটি টাকা নিয়ে উধাও হয়ে যায়। এনিয়ে গত ৫ অক্টোবর মেহেরপুর প্রতিদিনে “অর্ধ কোটি টাকা নিয়ে উধাও সোনালী ফাউন্ডেশন” শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ হয়।

সংবাদটি পড়ুন অর্ধ কোটি টাকা নিয়ে উধাও ‘সোনালী ফাউণ্ডেশন’

গাংনীতে তিনটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও নিন্ম মানের খাবার পরিবেশন ও বাসি সব্জী বিক্রির অভিযোগে গাংনীতে ৩ ববসায়ী প্রতিষ্ঠানকে ১৬ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও নিন্ম মানের খাবার পরিবেশনের অভিযোগে গাংনী সুইট্স অ্যান্ড মিষ্টান্ন ভাণ্ডারকে ৮ হাজার, বিরানী হাউজকে ৭ হাজার টাকা ও সব্জী বিক্রেতা মেসার্স নাজ ভান্ডারকে ১ হাজার টাকাসহ মোট ১৬ জরিমানা করা হয়।

আজ বুধবার (১২ অক্টোবর) দুপুরে গাংনী উপজেলা শহরের এই অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর) সজল আহমেদ।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সজল আহমেদ জানান, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও নিম্ন মানের খাবার এবং সব্জী বিক্রির অভিযোগে তাদের কাছ থেকে এই জরিমানা আদায় করা হয়েছে। একই সাথে তাদের সতর্ক করা হয়েছে।
এসময় পুলিশের একটি টীম তাকে সহযোগিতা করেন।

গাংনীতে ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

গাংনীর পিরতলা পুলিশ ক্যাম্পের পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৪০ বোতল ফেনসিডিলসহ আমানুল ইসলাম (২৮) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছেন।

আটক আমানুল ইসলাম কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার ধর্মদহ গ্রামের জমসেদ আলীর ছেলে।

আজ বুধবার (১২ অক্টোবর) ভোররাত ৩ টার দিকে পিরতলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) জহির রায়হানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম ওই গ্রামের তিন রাস্তার মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে ফেনসিডিলসহ তাকে আটক করেন।

এসআই জহির রায়হান বলেন, মাদক পাচার হচ্ছে এমন সংবাদে সেখানে অভিযান চালানো হয়। এসময় আমানুল পুলিশ দেখে পালানোর চেষ্টা করলে তাকে হাতে নাতে ধরা হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ফেনসিডিল উদ্ধারের ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে তার নামে মামলা দিয়ে দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৯

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে ৯ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।
এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ৩ ও সদর থানা পুলিশের অভিযানে ৬ আসামি রয়েছে।
গাংনী থানা পুলিশ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলায় ২ ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দায়ের হওয়া মামলায় ১ আসামিকে গ্রেফতার করেছেন। এছাড়া সদর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে নিয়মিত মামলায় ২ আসামি ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলায় ৪ আসামি গ্রেফতার করেছেন।
গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত থেকে আজ বুধবার (১২ অক্টোবর) ভোররাত পর্যন্তু দুটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হন।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

আজ বুধবার দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালদের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট থানা সূত্রে জানা গেছে।

কোটচাঁদপুরে ডিবি পুলিশের অভিযানে ফেন্সিডিল সহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

ঝিনাইদহে কোটচাঁদপুরে অভিযান চালিয়ে ফেন্সিডিল সহ দুই মাদক ব্যবসায়ী কে আটক করেছে ডিবি পুলিশ । জেলা গোয়েন্দা শাখা ডিবি পুলিশের ওসি মোঃ শাহিন উদ্দিন জানান, ঝিনাইদহ জেলা পুলিশ সুপার আশিকুর রহমান (বিপিএম পিপিএম) বারের দিকনির্দেশনায় ডিবি পুলিশের একটি চৌকস দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে।

আজ মঙ্গলবার সকালে কোটচাঁদপুর থানাধীন কাগমারি নামক স্থান থেকে মাদক ব্যবসায়ী (১) চায়না বেগম, স্বামী-আব্দুস সালাম, সাং-দক্ষিণ আড়পাড়া(২) আজহার উদ্দিন,পিতা-হাফিজুর রহমান,সাং-চাপালি,থানা- কালিগঞ্জ,জেলা-ঝিনাইদহকে (৫৯) বোতল ফেন্সিডিল সহ আটক করা হয়েছে বলে জানান।

এ বিষয় কোটচাঁদপুর মডেল থানার ডিউটি অফিসার উপ-পরিদর্শক আইয়ুব হোসেন জানান, চায়না ও আজহার নামে দুই মাদক ব্যবসায়ী নামে মডেল থানায় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।যার মামলা নম্বর (৪)।

কুষ্টিয়ায় গৃহবধু ধর্ষণ মামলায় প্রতিবেশীর যাবজ্জীবন

কুষ্টিয়ার বটতৈল গ্রামের এক গৃহবধুকে ধর্ষণের অভিযোগে সালাম মন্ডল (৫৮) নামে একপ্রতিবেশীর যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

মঙ্গলবার দুপুরে কুষ্টিয়া নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ আদালতের বিচারক সৈয়দ হাবিবুল ইসলাম আসামীর উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষনা করেন। একই সাথে সাজপ্রাপ্তকে আরও ৫০ হাজার টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও এক বছরের সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দেন আদালত।

সাজাপ্রাপ্ত হলেন কুষ্টিয়া জেলার বটতৈল এলাকার মৃত পলান মন্ডলের ছেলে সালাম মন্ডল(৫৮)।

আদালত সূত্রে জানা যায় ২০২০ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী রাতে গৃহবধুর স্বামী বাড়ীতে না থাকার সুযোগে প্রতিবেশী অভিযুক্ত সালাম মন্ডল ঐ গৃহবধুর বাড়ীতে ঢুকে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে গৃহবধুকে জোর পূর্বক ধর্ষণ করেন। এঘটনায় গৃহবধু নিজেই বাদি হয়ে ধর্ষনের অভিযোগ এনে সালাম মন্ডলের নামোল্লেখ করে কুষ্টিয়া মডেল থানায় মামলা দায়ের করেন।

মামলাটি তদন্ত শেষে কুষ্টিয়া মডেল থানার পুলিশ পরিদর্শক নিশিকান্ত সরকার অভিযুক্তর বিরুদ্ধে গত ২০২০ সালের ৩১ অক্টোবর আদালতে চার্জশীট দাখিল করেন।

কুষ্টিয়া নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ আদালতের রাষ্ট্রপক্ষের কৌসুলি এ্যাড. আব্দুল হালিম সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, গৃহবধু ধর্ষন দায়ে সাজাপ্রাপ্ত সালাম মন্ডলের বিরুদ্ধে অভিযোগ সন্দেহাতীত প্রমানিত হওয়ায় তাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডসহ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছর সাজা খাটার আদেশ দেন আদালত।

গাংনীতে প্রবাস ফেরতের কারাদন্ড

গাঁজা সেবন ও রাখার অভিযোগে মিলন হোসেন (২৮) নামের এক প্রবাস ফেরতকে ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

আজ রবিবার (৯ অক্টোবর) দুপুরের দিকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম তাকে এই কারাদন্ডাদেশ দেন।

মিলন হোসেন গাংনী উপজেলার তেরাইল বাজারপাড়া এলাকার দলিম উদ্দীনের ছেলে।

ভ্রাম্যমান আদালত সূত্রে জানা গেছে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৩৬(১) ধারায় দোষী সাবস্থ হওয়ায় মিলন হোসেনকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে।

এর আগে সকালের দিকে সীমান্তবর্তি তেঁতুলবাড়িয়া সীমান্ত থেকে ৪৭ বিজিবির তেঁতুলবাড়িয়া ক্যাম্পের একটি টহল দল গাঁজা সেবন ও সংরক্ষণের অভিযোগে তোকে আটক করে। পরে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের ভ্রাম্যমমান আদালতে নিলে তাকে এই কারাদন্ড দেন তিনি।

কুষ্টিয়ায় র্যাবের অভিযানে কারাদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামী গ্রেফতার

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে অস্ত্র মামলার কারাদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি সাইফুল ইসলাম ছবিকে গ্রেফতার করেছে র্যাব-১২ কুষ্টিয়া ক্যাম্পের অভিযানিক দল।

শুক্রবার (৭ অক্টোবর) ভোরে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ডাংমড়কা বাজার এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন র্যাব-১২ কুষ্টিয়া ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার স্কোয়াড্রন লিডার মোহাম্মদ ইলিয়াস খান।

গ্রেফতার সাইফুল ইসলাম ছবি (৩৭) কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ডাংমড়কা গ্রামের নবীর উদ্দিনের ছেলে।

কোম্পানী কমান্ডার স্কোয়াড্রন লিডার মোহাম্মদ ইলিয়াস খান জানান, ২০১৭ সালের ২৬ নভেম্বর সন্ধ্যায় কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ডাংমড়কা বাজারে সাইফুল ইসলাম ছবি নিকট হতে এক রাউন্ড ৯ মি.মি. পিস্তলের গুলি উদ্ধার করে দৌলতপুর থানা পুলিশ। এঘটনায় ওইদিন রাতে ছবির বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে পুলিশ।

মামলার বিচারিক কার্যক্রম শেষে ২০২২ সালের ২৭ জানুয়ারি কুষ্টিয়ার বিশেষ ট্রাইবুনালের বিচারক আসামি সাইফুল ইসলামকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন। পলাতক সাজাপ্রাপ্ত আসামি সাইফুল ইসলামকে গ্রেফতারের ব্যাপারে র্যাব উদ্যোগী হয়ে গোয়েন্দা নজরদারী অব্যাহত রাখে এবং গ্রেফতার করে।

সাইফুল ইসলাম অস্ত্র মামলায় আটকের পর প্রায় দুই মাস জেল খাটে। জেল থেকে জামিনে মুক্তি পেয়ে সে ঢাকা পালিয়ে যায়। সেখানে সে একটি চায়না প্রকল্পে ইলেকট্রিক মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করতো। প্রায় এক মাস পূর্বে সে ঢাকা থেকে তার গ্রামের বাড়িতে আসে। কিন্তু গ্রেফতার এড়াতে বেশিরভাগ সময় সে বাড়ির বাইরে অবস্থান করতো।

গ্রেফতার সাইফুল ইসলামের বিরুদ্ধে দৌলতপুর থানায় একটি ডাকাতির প্রস্তুতি মামলা রয়েছে। যা বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন।